JAN. 07 2002

JAN. 08 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ..৩.. কলাম ..২..

সার্ক দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করুন

সম্মেলনের সমাপনী ভাষণে নতুন চেয়ারপারসন দিউবা

দারিদ্র্য নিরসনে সার্কের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন সার্কের নতুন সভাপতি নেপালি প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দিউবা। দুদিনব্যাপী সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনি বক্তব্যে দিউবা এই আহ্বান জানান। এর আগে সম্মেলনে উপস্থিত ৭টি দেশের নেতৃবৃন্দ 'কাঠমান্ডু ঘোষণা'য় স্বাক্ষর করেন। দিউবা তার বক্তব্যে সার্ক এবং এর বৈঠকসমূহকে 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে' দেখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বাসস।

কিং বীরেন্দ্র ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এই সম্মেলনের সমাপনী দিনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লিওনপো খান্ডু ওয়াংচুক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি, নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দিউবা, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইয়ুম, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জে. পারভেজ মুশাররফ এবং শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা কাঠমান্ডু ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণায় সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা কার্যক্রম জোরদার করা এবং এই অঞ্চল থেকে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার অঙ্গীকার করা হয়। এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি দেশ কোনো না কোনো সময় সন্ত্রাসবাদের শীকার হয়েছে তাই সন্ত্রাসবাদের কারণের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে বরং সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের অঙ্গীকার করেন সার্ক নেতৃবৃন্দ।

দিউবা জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচি, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অংশীদারিত্বের মনোভাব গড়ে তুলে দক্ষিণ এশিয়া থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। শান্তি ও নিরাপত্তা এই অঞ্চলের জন্য সব সময়ই একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ বলে দিউবা মন্তব্য করেন।

দিউবা তার বক্তব্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এই অঞ্চলের যে সব সমস্যার কারণে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো দরিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে সেগুলো মোকাবিলায় এর গুরুত্ব অপরিসীম।

পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জে. পারভেজ মুশাররফ সার্ক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মুশাররফ তার বক্তব্যে কাঠমান্ডু ঘোষণাকে বাস্তবায়ন করতে এর উদ্দেশ্যসমূহকে কাজে পরিণত করার আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, দক্ষিণ এশিয়া এর অভাবি মানুষদের জন্য উন্নততর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে এই অঞ্চলের চরম দারিদ্র্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দ্বিপক্ষীয় সমস্যাসমূহ সমাধানের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় চির আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও একতা অর্জনের পথ তৈরি হবে বলে মুশাররফ আশা প্রকাশ করেন। কাঠমান্ডু ঘোষণাকে তিনি ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

জে. মুশাররফ সার্ক গঠনকালীন সময়ে এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন নেপালের প্রয়াত রাজা বীরেন্দ্রর দূরদর্শিতা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার জন্য তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সার্ক সম্মেলন আয়োজন করার জন্য তিনি রাজা জ্ঞানেন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গঠনমূলক প্রস্তাবনার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দিউবার প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে সার্কের কর্মসূচি পরিচালনায় তাকে সক্রিয় সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের প্রতি উষ্ণ আচরণের জন্য তিনি বন্ধুপ্রতিম নেপালি জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জানান। তবে নেপালে তার বিলম্বিত উপস্থিতির কারণে সম্মেলনের সময়কাল কমিয়ে আনতে হয়েছে বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। আগামী ২০০৩ সালে পাকিস্তানে সার্কের পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।